দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 FEB 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

ডাকসু নির্বাচন

।। সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন ।।

'৮৯ সাল শুরু একটা সুসংবাদ নিয়ে। ডাকসু নির্বাচন। শেষ নির্বাচন হয়েছিল '৮২ সালের ২৩শে জানুয়ারী। সাত বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী। স্বাধীনতালাভের পর প্রথম ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল '৭২ সালে। '৭৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু ভোট বাক্স ছিনতাই হয়ে যাওয়ায় উক্ত নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। '৭৫-এর আগষ্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ডাকসু নির্বাচনও বন্ধ থাকে। পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় '৭৯ সালে এবং শেষ নির্বাচন '৮২-এর জানুয়ারীতে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারির প্রায় দু'মাস আগে। '৮২-এর মার্চে সামরিক শাসন জারির কিছুকাল পর এক সরকারী আদেশে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ বাতিল করা হয়।

এ সম্পর্কে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এক: ছাত্র সংসদ তথা ছাত্রদের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে স্বৈরাচারী সরকার এলার্জিক। একটা বিরুদ্ধ মনোভাব তারা সবসময়ই পোষণ করে এসেছেন। তাই, তাদের কাছে অবাঞ্ছিত এই ছাত্র রাজনীতির উত্তাপ হ্রাস করার প্রয়াসে তারা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদের উপরও আঘাত হেনেছেন, নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন তাদের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ইচ্ছাকে। কিন্তু ঈপ্সিত ফল লাভ হয়নি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে; আন্দোলন আরও দানা বেঁধেছে, প্রতিরোধ হয়ে উঠেছে দুর্বার। দুই: স্বৈরাচারী শাসনামলে ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যেও তেমন একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ সহজেই অনুমেয়। স্বৈরাচারী শাসন নির্মূল করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর আন্দোলনে যখন ছাত্রসমাজ সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত, তখন স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মতৎপরতা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব এবং সমীচীন মনে হয়নি। আন্দোলনের স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনে এবং বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখাই যুক্তিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

তাছাড়া পরিবেশও অনুকূলে ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কতিপয় দুঃখজনক ও অবাঞ্ছিত ঘটনা এবং সরকারী আদেশে মাসের পর মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে নিয়মিত ক্লাস চলা, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, প্রতি শিক্ষা বছরে ডাকসু এবং হল সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান তো দূরের কথা। বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রো-উপাচার্য, অনুষদসমূহের ডীন, হলসমূহের প্রাধ্যক্ষ/প্রাধ্যক্ষা, প্রক্টর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় পরিবেশ পরিষদ। উপাচার্য সভাপতি। এই পরিবেশ পরিষদের তৎপরতার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিবেশের কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত সমস্যার সমাধান সহজ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের পক্ষেই ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন একান্তভাবে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ডাকসু এবং হল সংসদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মূলতঃ এই পটভূমিতেই '৮৯-এর ডাকসু নির্বাচন ঘোষণা।

ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোক---এ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নয়, আমাদের সকলের কাম্য। এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। আশা ও আনন্দের কথা এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠন এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়া সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিজেদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ করেছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনান্তে নির্বাচনী প্রচার, পোষ্টারিং, নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠান, মাইক ব্যবহার, মিছিল, বহিরাগতদের হলে অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় নির্বাচনী আচরণবিধি জারি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন নির্ভর করছে ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতার ওপর। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অনেক রক্ত ঝরেছে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। মনে রাখতে হবে পারস্পরিক সহনশীলতা এবং সহ-অবস্থান গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। সন্ত্রাসে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। অস্ত্রের রাজনীতি স্বৈরাচারের হাতিয়ার, গণতন্ত্রের নয়। গণতন্ত্রের এই দুঃসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের কাছে আমাদের অনেক আশা। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বৈরাচার পরিকল্পিত এবং উদ্ভাবিত নির্বাচনের প্রকৃত রূপ ও দুষ্টপন্থার পুনরাবৃত্তি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দেখতে চাই না। অবাধ এবং সুষ্ঠু ডাকসু নির্বাচন করুন--ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের কাছে এই-ই আমাদের আবেদন।